সংবাদ
তারিখ ... 29 MAY 2005
পৃঃ ৫ কলাম ২

১৫ বছর ধরে অকার্যকর চাকসু

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অকার্যকর হয়ে আছে চাকসু। নির্বাচন হচ্ছে না '৯০ সালের পর থেকে। যার কারণে উপেক্ষিত হচ্ছে চবি চাকসু। তাই উপেক্ষিত হচ্ছে চবি'র ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর ন্যূনতম চাওয়া পাওয়া। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছাত্রদের সংস্কৃতি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা। এদিকে আত্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে চাকসুর জন্য প্রতি বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত চাকসু নির্বাচন হয়েছে ৬ বার, সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। সেবার চাকসু ভিপি ও সাধারণ সম্পাদক পদে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে যথাক্রমে মো. নাজিম উদ্দিন ও আজিমউদ্দিন আহমদ নির্বাচিত হন। সেবারের নির্বাচনে দুটি দল কেন্দ্রীয় চাকসু ও হল প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ নেয়। দল দুটি হলো সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো এবং ছাত্রশিবির। নির্বাচনে এফ রহমান হলের প্রতিনিধি ছাড়া একচেটিয়াভাবে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য জয়ী হয়। এরপর '৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর ছাত্র-শিক্ষক যৌথ মিছিল বের করলে শিবির মিছিলে হামলা চালায়। এ সময় তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর মো. সিরাজ উদ্দীনসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক আহত হন। ছাত্রমৈত্রীর তৎকালীন সহসভাপতি ফারুকুজ্জামানকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিক্যালে ভর্তি করার দু'দিন পর তিনি মারা যান। এ ঘটনার পর থেকে অকার্যকর হয়ে পড়ে চাকসু। আজ পর্যন্ত চাকসুর আর কোন নির্বাচন হয়নি।

এদিকে বর্তমান চবিতে যেসব ছাত্র সংগঠনগুলো আছে তাদের মধ্যে চবিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে ইসলামী ছাত্রশিবির। অন্যান্য সংগঠনগুলো থাকলেও শিবিরের কারণে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না সেসব সংগঠন। এই আধিপত্যের কারণে একমাত্র ছাত্রশিবির চাকসু নির্বাচন চাইলেও অন্যান্য সংগঠনগুলো চাকসু নির্বাচনের পক্ষে নয়। এর কারণ হিসেবে সূত্র জানায়, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকলে চবিতে ছাত্রদল তেমন সংঘটিত নয়। যার ফলে নির্বাচন হলে তাদের হেরে যাওয়ার ভয় আছে। চবিতে ছাত্রলীগের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাদের দল সরকারে না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বের দিক দিয়ে ছাত্রলীগ পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে প্রগতিশীল ছাত্রজোট নেতারা বলছেন, নির্বাচন হওয়ার মতো পরিবেশ নেই। ছাত্রদের ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্বাচন করলে সেটা কখনোই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না।

এদিকে চাকসুর নিয়মমাফিক উপদেষ্টা সাবেক প্রক্টর প্রফেসর ম. মজিবুর রহমান চাকসু নির্বাচনের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক সব ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে গত ২২ মার্চ এক বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠকে প্রগতিশীল ছাত্রজোট, স্বাধীনতা বিরোধী ও মৌলবাদী সংগঠন শিবিরের সঙ্গে এক সঙ্গে না বসার অঙ্গীকার করায় তাদের ছাড়া অন্য সব রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন মিলিত হন। সেই বৈঠকে ছাত্রশিবির ছাড়া অন্য কোন সংগঠনই চাকসু নির্বাচনের পক্ষে ছিল না বলে সূত্র জানায়।